দৈনিক বাংলা

009

তারিখ ... 12 AUG 1985 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

দৈনিক বাংলা

শারীরিক শিক্ষা কলেজ এক নিষ্ঠুর বৈষম্যের শিকার

(স্টাফ রিপোর্টার)

দেশের শারীরিক শিক্ষা (ফিজিক্যাল এডুকেশন) ব্যবস্থা শারীরিক শিক্ষা কলেজ এক নিষ্ঠুর বৈষম্যের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে দেশের প্রথম শারীরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা শারীরিক শিক্ষা কলেজের ক্ষেত্রে বৈষম্য আরো ভয়াবহ। দেশের কোন কলেজেই টিচিং পদে প্রভাষক ও সহঅধ্যাপক বা অধ্যাপক ব্যতীত কোন পদ নেই। শারীরিক শিক্ষা কলেজে কেবল এর ব্যতিক্রম।

দেশে বর্তমানে দুটি সরকারী শারীরিক শিক্ষা কলেজ রয়েছে। এর মধ্যে ঢাকায় অবস্থিত শারীরিক শিক্ষা কলেজটি দেশের প্রথম এবং পুরাতন শারীরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। গত দুতিন বছর আগে রাজশাহীতে অন্য একটি শারীরিক শিক্ষা কলেজ স্থাপন করা হয়েছে।

লেকচারার পদের ক্ষেত্রে [illegible] তিন বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হয়।

এই কলেজ দেশের টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সমমানের। দেশের কোন টিচার্স ট্রেনিং কলেজেই বর্তমানে লেকচারার বা প্রভাষক ব্যতীত কোন টিচার পদ নেই। অথচ শারীরিক শিক্ষা কলেজে মান্ধাতার আমলের ধ্যান ধারণার শারীরিক শিক্ষা পদ বহাল রাখা হয়েছে।

শারীরিক শিক্ষা কলেজ হতে শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী দেয়া হয়। শারীরিক [illegible] বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের অনুমোদিত এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিপিএড (ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন) এর ডিগ্রী প্রদান করা হয়।

এই কলেজের বিপিএড কোর্সের

দেশের দুটি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মধ্যে প্রভাষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিরাট বৈষম্য। ফিজিক্যাল টিচারদের কেউ কেউ ২৩ বছর যাবৎ একই পদে রয়েছেন। এ কলেজে মান্ধাতা আমলের ধ্যান ধারণার শারীরিক শিক্ষক পদে বহাল থাকায় এখানে সৃষ্টি হয়েছে দারুণ হতাশা।

এই দুটি কলেজের মধ্যেও প্রভাষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিরাট বৈষম্য রয়েছে। ঢাকা শারীরিক শিক্ষা কলেজ দেশের প্রথম এবং পুরাতন শারীরিক শিক্ষা কলেজ হওয়া সত্ত্বেও এই কলেজে ১৩ জন ফিজিক্যাল টিচারের মধ্যে একজন মহিলাসহ মাত্র ৪ জন প্রভাষক এবং বাকী সবাই ফিজিক্যাল টিচার, অথচ দুতিন বছর আগে রাজশাহীতে স্থাপিত শারীরিক শিক্ষা কলেজে ১৪ জনের মধ্যে ২ জন মহিলাসহ ৮ জনই লেকচারার বা প্রভাষক।

রাজধানীর শারীরিক শিক্ষা কলেজে ফিজিক্যাল টিচারদের মধ্যে রয়েছেন অত্যন্ত প্রবীণ এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফিজিক্যাল টিচার। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিগত ২৩ বছর যাবত উক্ত [illegible] পদে বহাল রয়েছেন। [illegible] ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি। [illegible] প্রভাষক পদের উন্নীত [illegible] ফিজিক্যাল [illegible]

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্নাতক ডিগ্রীধারী এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীও রয়েছেন।

ফিজিক্যাল টিচারগণ এঁদের ক্লাশ নিয়ে থাকেন। অথচ প্রভাষক পদে উন্নীত হননি তাঁরা। এটা তাঁদের জন্য মর্যাদা হানিকর।

যারা এই কলেজ থেকে শারীরিক শিক্ষা ক্লাশ করেন তাঁরা দেশের সকল কলেজ ও পিটিআই ইনস্টিটিউটে শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। শারীরিক শিক্ষা কলেজের ফিজিক্যাল টিচার ও অন্যান্য সকলের ফিজিক্যাল টিচার একই বেতন স্কেলের অন্তর্ভুক্ত। এটা খুবই লজ্জাজনক। শারীরিক শিক্ষা কলেজের ফিজিক্যাল টিচারের বেতন স্কেল ৬২৫ এবং লেকচারের বেতন স্কেল ৭৫০ টাকা। ঢাকা শারীরিক শিক্ষা কলেজের অধিকাংশ ফিজিক্যাল টিচার বহু আগেই ৭৫০ টাকার স্কেল অতিক্রম করে গেছেন। তাঁদের [illegible]

[illegible] চরম [illegible]